বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংক্রান্ত সংশোধনী আইনের চূড়ান্ত প্রতিবেদন।

উপক্রমণিকা

সমাজে সচেতনতা জাগ্রত হওয়ায় প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণের দাবী ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিবন্ধীরা যাহাতে সমাজের বোঝা হিসাবে চিহ্নিত না হয় তাহা সম্পর্কে নীতিগত সমর্থন সকলেরই রহিয়াছে। প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। তাহাদের স্বার্থ ও সুবিধাদি রক্ষার্থে উন্নত দেশসহ উন্নয়নশীল দেশ সমূহেও বিভিন্ন প্রকার কর্মতৎপরতা সৃষ্টি হইয়াছে। এক কথায়, প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ ও অধিকার আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিভিন্ন আইন ও শাসনতন্ত্রে প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণের সমর্থন পাওয়া যায় যাহা বাস্তবায়ন করা সুনাগরিকের জন্য নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কল্যাণ-মূলক রাষ্ট্র সমূহ প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ, অধিকার ও সুবিধাদি রক্ষার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করিয়াছে। বাংলাদেশ সংবিধানেও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণের সমর্থন রহিয়াছে। প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ২০০১ ইংরেজী সালে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন (২০০১ সালের ১২ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে। উক্ত আইনে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ ও অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় নাই মর্মে প্রতিবন্ধীগণ উক্ত আইন সংশোধনের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া বিভিন্ন লিখিত দাবীনামা উত্থাপন করিয়া উহা আইন কমিশনে পাঠাইয়াছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতিনিধিগণ আইন কমিশনে আগমনপূর্বক তাহাদের দাবী বাস্তবায়নের জন্য আকুল আবেদন পেশ করিয়াছে। তাঁহাদের দাবী সমূহ বিবেচনাযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর মধ্যে কতিপয় সংশোধন আনয়ন পূর্বক উক্ত আইনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আইন কমিশন উলে-খযোগ্য গবেষণা করিয়াছে। পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ, অধিকার ও সুবিধাদি সুনিশ্চিতভাবে রক্ষা করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর মধ্যে কতিপয় সংশোধনী আনয়ন পূর্বক উক্ত আইন কার্যকর করার জন্য আইন কমিশন কতিপয় সুপারিশ পেশ করিয়াছে।

এই লক্ষ্যে আইন কমিশনের ২০০৬-২০০৭ এর দ্বিবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও যুগোপযোগী করণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ লওয়া হয়।

উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপধারা (২) এর দফা (খ) এর অধীনে (উ) এবং (ঊ) তে সংশোধনের সুপারিশ করা হইয়াছে কারণ বিকৃত, অস্বাভাবিক, বৈকল্য বলিতে অস্থায়ী বা সাময়িক ক্ষতি বুঝাইতে পারে এবং এই শব্দগুলি অপ্রচলিত ও প্রাচীন শব্দ। ঐ একই ধারার একই উপধারায় ২ এর দফা (ঘ) এ সংশোধনের সুপারিশ করা হইয়াছে কারণ বিষয়টি বিশে-ষণ করিয়া ধ্বনির উচ্চারণ করার মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য সাধিত হয় অর্থাৎ যোগাযোগ সম্ভব হয় তাহাতে অসমর্থ হওয়ার বিষয়টিই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উহার দফা (ঙ) এবং (ঙ) এর উপদফা (অ) তে সংশোধনের সুপারিশ করা হইয়াছে কারণ মানসিক বলিতে মনোবিকলন বুঝায় যাহা একটি রোগ বা সাময়িক অসংলগ্নতা কিন্তু বুদ্ধি প্রতিবন্ধীত্ব বলিতে মেধাগত স্বল্পতা বুঝায় যাহা সুস্পষ্টভাবে বুদ্ধাংক এর সহিত সম্পৃক্ত (বুদ্ধাংক ৭৮ এর নীচে থাকিলে তাহাকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলে) এবং এই বুদ্ধি বিকাশের গতি সকলের সমান নহে। উহার দফা (ছ) তে সংশোধনের সুপারিশ করা হইয়াছে এই জন্য যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যিনি নির্দিষ্ট ঐ প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ/পারদর্শী (ঝশরষষবফ)/ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। কারণ প্রতিবন্ধীত্ব সনাক্ত করিবার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

উক্ত আইনের ৪ ধারার উপধারা (১) অধীনে দফা (ঢ)-(হ) পর্যন্ত সংশোধনের সুপারিশ করা হইয়াছে একীভূত সমাজ কাঠামো কায়েমের লক্ষ্যে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের অংশীদারিত্ব প্রয়োজন বিধায়। ঐ একই ধারায় উপধারা (৩) এ নতুন শব্দগুলি প্রতিস্থাপনের কারণ এই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্ভব্য ব্যক্তিদেরই সমন্বয় কমিটিতে থাকা প্রয়োজন।

ধারা ৮ উপধারা (১) এর অধীনে দফা (খ), (গ), (ঘ) এর পরিবর্তনের সুপারিশ করা হইয়াছে কারণ জেলা কমিটি কার্যাবলী পরিবিক্ষণে তদারকি ও নির্দেশনা প্রদানে সকল ক্ষেত্রে সমন্বয় কমিটির নির্দেশনা সাপেক্ষে করা সম্ভব নয়।

ধারা ১০ এর উপধারা (১) এর দফা (খ) এবং একই ধারার উপধারা (২) এর ‘‘নিয়োগ” শব্দটি পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন কারণ নিয়োগ শব্দটির দ্বারা যথাযথ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিয়োজিত করা বুঝায় যাহাতে পদ্ধতিগত জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে।

ধারা ১২ এর উপধারা (২) এর দফা (গ) এর পরিবর্তে দফা (ক) প্রতিস্থাপনের সুপারিশ করা হইয়াছে কারণ আমাদের সমাজে প্রধানত ৪ ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রহিয়াছে। ঐ একই ধারায় উপধারা (২) এর অধীনে নতুন দফা (ঝ) হইতে (ণ) পর্যন্ত সন্নিবেশের কারণ সরকারের সকল স্ত□রে ও সমাজে সকল মহলের অংশীদারীত্বের এবং সংশি-ষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ/দক্ষ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

ধারা ১৫ এর উপধারা (১) এ সন্নিবেশের সুপারিশ করা হইয়াছে এই জন্য যে, সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধীত্বের পরিমান একই রকমের বা একই ধরনের নহে এবং একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির একাধিক প্রকারের প্রতিবন্ধীত্ব থাকিতে পারে। একই ধারায় উপধারা (২) এ সন্নিবেশের কারণ বর্তমানে আমাদের দেশের গুর ত্বপ□র্ণ রাষ্ট্রীয় সকলক্ষেত্রে ব্যক্তির সনাক্তকরণের প্রয়োজনে ছবি থাকা বাঞ্ছনীয় বিধায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও ছবির বিষয়টি সংযোজিত হইয়াছে।

উক্ত আইনের ২১ ধারাটি বর্তমান আকারে বিলুপ্ত ও সন্নিবেশিত করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে কারণ আইনটি পুরোপুরি কার্যকরী করিবার জন্য এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের সহিত সংশি-ষ্ট ব্যক্তিরা যাহাতে সচেতনতা ও গুর ত্বের সহিত প্রতিটি কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

উক্ত আইনের তফশীলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংশোধন ও সংযোজনের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে সেইগুলি হইতেছে তফশীল 'ক' অংশে অনুচ্ছেদ ৫,৮ ও ৯ এর পরে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশের প্রয়োজনে প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য।

তফশীল 'ঘ' অংশে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে এইজন্য যে, প্রতিবন্ধীদের ম□ল স্রোতধারায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া তাহাদের অভিভাবকদের কাউন্সিলিং এবং প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতিতে কাঁচামাল আমাদানীতে আইনী জটিলতা পরিহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা প্রহণের জন্য।

তফশীল 'ঙ' অংশে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশের সুপারিশের কারণ প্রতিবন্ধীদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালু করা এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহায়ক উপকরণাদি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

তফশীল ‘চ’ এ নতুন অনুচ্ছেদের সন্নিবেশের সুপারিশের কারণ হইতেছে চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিবন্ধীত্ব অর্জন করলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

তফশীল ‘ছ’ অংশে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশের সুপারিশের কারণ হইতেছে প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ ভ্রমনের বিষয়টি নিশ্চিত করণের জন্য।

তফশীল ‘জ’ অংশে সংশোধনের সুপারিশের কারণ হইতেছে ’সংবাদপত্র’ কথাটি সংযোজনের জন্য।

তফশীল ‘ঝ’ অংশের অনুচ্ছেদ ২, ৪ ও ৫ এর পরে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশের সুপারিশের কারণ হইতেছে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয় সন্নিবেশ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষে জেলা কমিটির আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করণের উদ্দেশ্যে।

এমতাবস্থায় উক্ত আইনটি পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে এবং ইহা যুগোপযোগী করার নিমিত্তে আশু সংশোধন ও সংযোজন করা সমীচীন ও প্রয়োজন। সেই হেতু উক্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ সংশোধন করার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হইল।

প্রয়োজনীয় কার্যার্থে একটি নমুনা সংশোধনী বিল সংযোজনী ‘‘ক” হিসাবে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

ডঃ এম, এনামুল হক
সদস্য-২

বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সদস্য -১

বিচারপতি মোস্তাফা কামাল
চেয়ারম্যান

সংযোজনী- "ক"

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনের সংশোধনীকল্পে প্রস্ াবিত খসড়া বিল ২০০...

যেহেতু প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে তাহাদের অংশগ্রহণ ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়ঃ

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ (সংশোধনী) আইন, ২০০... নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। ধারা ৩ এর সংশোধন (২০০১ সালের ১২ নং আইন)।- এই আইনের ধারা ৩ উপধারা (২) এ নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন হইবে। যথাঃ-

(ক) দফা (খ) উপদফা (উ) এ ''বিকৃত বা অস্বাভাবিক" শব্দগুলির পরিবর্তে ''স্বাভাবিক নয়" শব্দ সমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) উপদফা (ঊ) এ বর্ণিত "স্নায়বিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য" শব্দ সমূহের পরিবর্তে "স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতিগ্রস্থতার কারণে ব্যক্তির দৈনন্দিন স্বাভাবিক কার্যক্রম আংশিক বা সম্পূর্নভাবে ব্যাহত হয়" শব্দ সমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (ঘ) এ বা অকার্যকর শব্দের পরে ''যাহাতে অন্যের সহিত ভাষাগত যোগাযোগে অসমর্থ হয়" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) দফা (ঙ) এ ''মানসিক" শব্দটির পরিবর্তে ''বুদ্ধি" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) দফা (ঙ) উপদফা (অ) এ অপেক্ষা কম শব্দসমূহের পরে ''এবং যাহার বুদ্ধি বিকাশের গতি ধীর যাহার ফলে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয় শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে;

(চ) দফা (ছ) এ সমন্বয় কমিটি শব্দগুলির পূর্বে ''বিশেষজ্ঞদের সুপারিশক্রমে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। ধারা ৪ এর সংশোধন (২০০১ সালের ১২ নং আইন)।- (১) উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীনে দফা (ড) এর পরে নিম্নলিখিত দফা সমূহ সংযোজিত হইবে। যথাঃ -

(ক) দফা (ঢ) সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পদাধিকার বলে;

(খ) দফা (ন) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(গ) দফা (ত) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, পদাধিকারবলে;

(ঘ) দফা (থ) সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঙ) দফা (দ) সচিব, আইন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(চ) দফা (ধ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ছ) দফা (ণ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(জ) দফা (প) সচিব, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঝ) দফা (ফ) সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঞ) দফা (ব) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ট) দফা (ভ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঠ) দফা (ম) সচিব, পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ড) দফা (য) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ঢ) দফা (র) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, পদাধিকারবলে;

(ণ) দফা (ল) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য সেবা অধিদপ্তর পদাধিকারবলে;

(ত) দফা (শ) জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি পদাধিকারবলে;

(থ) দফা (ষ) এসোসিয়েশন ফর দি ওয়েলফেয়ার অব দি ডিজেবল্ড্ পিপলস্ এর সভাপতি পদাধিকারবলে;

(দ) দফা (স) বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সভাপতি পদাধিকারবলে;ও

(ধ) দফা (হ) বাংলাদেশ শিল্প বনিক ফেডারেশনের সভাপতি পদাধিকারবলে।

(২) উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (৩) এ ''অন্য কোন" শব্দগুলির পরিবর্তে ''প্রতিবন্ধী বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ধারা ৭ এর সংশোধন (২০০১ সালের ১২নং আইন)।- এই আইনের ধারা ৭ এর অধীনে উপধারা (৫) এ ''পাঁচজন" শব্দটির পরিবর্তে ''এক তৃতীয়াংশ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। ধারা ৮ এর সংশোধন (২০০১ সালের ১২ নং আইন)।- এই আইনের ধারা ৮ উপধারা (১) এর অধীনে দফা (খ), (গ) ও (ঘ) এ নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন হইবে। যথাঃ–

(ক) দফা (খ) এ ''৬ (ছয়)" শব্দটির পরিবর্তে ''১১ (এগার)" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ণালয়ের কথাগুলির পরে ''শিক্ষা মন্ণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ণালয়, স্থানীয় সরকার ও পল-ী উন্নয়ন মন্ণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ণালয়" কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (গ) এ ''৩ (তিন)" শব্দটির স্থলে ''৭ (সাত)" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে। অতঃপর প্রতিস্থাপিত ''৭ (সাত)" জন কথাটির পর ''উক্ত সাতজন প্রতিনিধির মধ্যে শারিরীক, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের লইয়া কর্মরত বা গবেষণারত আছেন এমন চারজন প্রতিনিধি পৃথক পৃথকভাবে নিয়োজিত হইবেন এবং অপর তিনজনের মধ্যে একজন প্রতিনিধি জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা এসোসিয়েশন ফর দি ওয়েলফেয়ার অব দি ডিজেবল্ড্ পিপলস্ এর একজন প্রতিনিধি এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের একজন প্রতিনিধি থাকিবে" কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) দফা (ঘ) এ সমাজসেবা অধিদপ্তর শব্দগুলির পরে ''যিনি" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে এবং পদাধিকার বলে শব্দটির পরে ''সদস্য সচিব হইবেন" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৬। ধারা ১০ এর সংশোধন (২০০১ সালের ১২ নং আইন)।- (১) এই আইনের ধারা ১০ উপধারা (১) এর দফা (খ) এ ও উপধারা (২) এ নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন হইবে। যথাঃ-

(ক) দফা (খ) এ কার্যালয়রূপে শব্দটির পর ''নিয়োগ" শব্দটির পরিবর্তে ''ব্যবহার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত
হইবে;

(খ) উপধারা (২) এ কার্যালয়রূপে শব্দটির পর ''নিয়োগ" শব্দটির পরিবর্তে ''ব্যবহার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। ধারা ১২ এর সংশোধন (২০০১ সালের ১২ নং আইন)।- এই আইনের ধারা ১২ উপধারা (২) এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা প্রতিস্থাপিত হইবে। যথাঃ-

(ক) দফা ''(গ) জেলায় কর্মরত প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে নিয়োজিত শারিরীক, দৃষ্টি, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের লইয়া কর্মরত বেসরকারী সংস্থা হইতে উপ-পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তরের সুপারিশক্রমে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন প্রতিনিধি"।

(খ) উক্ত আইনের ধারা ১২ উপধারা (২) এ দফা (জ) এর পরে (ঝ) থেকে (ণ) পর্যন্ড দফাসমূহ নিম্নলিখিতরূপে সন্নিবেশ হইবে। যথাঃ-

(অ) দফা (ঝ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর;
(আ) দফা (ঞ) জেলা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অফিসার, পদাধিকার বলে;
(ই) দফা (ট) জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, পদাধিকার বলে;
(ঈ) দফা (ঠ) জেলা যুব ও ক্রীড়া কর্মকর্তা, পদাধিকার বলে;
(উ) দফা (ড) জেলা বার সমিতির সভাপতি পদাধিকার বলে;
(ঊ) দফা (ঢ) জেলা শিল্প বনিক সমিতির সভাপতি, পদাধিকার বলে;
(ঝ) দফা (ণ) মেয়রের প্রতিনিধি/জেলা সদর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে।

৮। ধারা ১৫ এর সংশোধন (২০০১ সালের ১২ নং আইন)।– এই আইনের ধারা ১৫ উপধারা (১) ও (২) নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন হইবে,-

(ক) উপধারা (১) এ সকল প্রতিবন্ধীদের শব্দগুলির পরে ''সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুসরণ করিয়া" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপধারা (২) এ সচিবের স্বাক্ষরে একটি শব্দগুলির পরে ''ছবিসহ" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

৯। ধারা ২১ এর সংশোধন (২০০১ সালের ১২ নং আইন)।- এই আইনের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

> ''২১। দায়বদ্ধতা।- এই আইন বা বিধির অধীন কোন কৃত কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি বা জেলা কমিটির কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উক্ত কমিটির নিকট হইতে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বির"দ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে। তবে উক্ত সদস্য বা ব্যক্তি যদি প্রমান করিতে পারেন যে, উক্তরূপ ক্ষতির জন্য তিনি বা তাহারা সংশি-ষ্ট বা দায়ী নহেন অথবা উক্তরূপ ক্ষতির জন্য তাহার বা তাহাদের কোন ইচ্ছাকৃত ত্র"টি ছিল না তাহা হইলে তাহার বা তাহাদের বির"দ্ধে কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১০। ২০০১ সালের ১২ নং আইনের তফসিল 'ক' অংশের সংশোধন।- এই আইনের তফসীল 'ক' অংশে অনুচ্ছেদ ৫ এর পরে নিম্নরূপ নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ''(ক) শিশুর প্রতিবন্ধীত্ব প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মা ও শিশুর পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা ও খাদ্যাভাসের পরিবর্তন বিষয়ক জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার কাজ যথাযথভাবে গ্রহন করা";

(খ) উক্ত আইনের তফসিল 'ক' অংশের অনুচ্ছেদ ৮ এর পরে নিম্নরূপে নতুন অনুচ্ছেদ ৯ সন্নিবেশিত হইবে,
যথাঃ-

''৯। প্রতিবন্ধীত্ব বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান সমঙহ কার্যক্রম গ্রহন করিবে";

(গ) উক্ত আইনের তফসিল 'ক' অংশের অনুচ্ছেদ ৯ এর পরে নিরূপে নতুন অনুচ্ছেদ ১০ সন্নিবেশিত হইবে,

''১০। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ধারনা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রচার"।

১১। ২০০১ সালের ১২ নং আইনের তফসিল 'ঘ' অংশের সংশোধন।- এই আইনের তফসীল 'ঘ' অংশের অনুচ্ছেদ ২ এ নিলিখিতরূপে সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

''(ক) প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ম□লস্রোতধারায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য সর্বাধিক ৩ বৎসর পর্যন্□ বয়সসীমা শিথিলযোগ্য হইবে। যদি এই সময়ের মধ্যেও উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বা তাহাদের বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে";

(খ) উক্ত আইনের তফসীল 'ঘ' অংশের অনুচ্ছেদ ৩ এর পরিবর্তে নতুন অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

''৩। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার কলাকৌশল ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের মা বাবাকে বা অভিভাবককে কাউন্সিলিং করিতে হইবে";

(গ) উক্ত আইনের তফসীল 'ঘ' অংশে অনুচ্ছেদ ৭ এর পরে নিরূপে নতুন অনুচ্ছেদ ৮ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

''৮। প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইবে, সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা কেন্দ্রে তাহাদের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করিবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের ব্রেইল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হইবে এবং তাদের উত্তর পত্র ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। যদি ব্রেইল পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণে অসমর্থ হয় তবে সহায়ক ব্যক্তির (শ্রুতি লেখক) সাহায্যে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী ছাত্রের যদি লিখিতে অসুবিধা থাকে তবে সহায়ক ব্যক্তি (শ্রুতি লেখক) ব্যবস্থা থাকিবে। পরীক্ষায় সময় অন্□ত আধাঘন্টা বেশি দিতে হইবে";

(ঘ) উক্ত আইনের তফসীল 'ঘ' অংশে অনুচ্ছেদ ৮ এর পরে নিরূপে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

''৯। প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন উপকরণ প্রস্তুতিতে দেশীয় বিভিন্ন কারখানা/উদ্যোক্তা/শিল্পপতিদের উৎসাহিত করা ও কর মওকুফের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্পর্কিত কাঁচামাল আমদানীতে আইনি জটিলতা পরিহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে"।

১২। ২০০১ সালের ১২ নং আইনের তফসিল 'ঙ' অংশের সংশোধন।- এই আইনের তফসিল 'ঙ' অংশে অনুচ্ছেদ ৪ এর পরে নিম্নরূপে নতুন অনুচ্ছেদ ৫ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ''৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক দক্ষ পেশাজীবি তৈরীর লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালু করা";

(খ) এই আইনের তফসিল 'ঙ' অংশে অনুচ্ছেদ ৫ এর পরে নিম্নরূপে নতুন অনুচ্ছেদ ৬ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

''৬। চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিবন্ধীত্ব নিরাময়ে যদি সহায়ক না হয়, তবে প্রতিবন্ধীত্বের কারণ দ□রীকরণে এবং সীমাবদ্ধতা হ্রাস করণে সর্বোপরি কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করণে সরকার কর্তৃক উপযুক্ত সহায়ক উপকরনাদি সরবরাহ করা";

(গ) এই আইনের তফসিল 'ঙ' অংশে অনুচ্ছেদ ৬ এর পরে নিম্নরূপে নতুন অনুচ্ছেদ ৭ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

''৭। প্রতিবন্ধীত্ব সনাক্তকরণের পর সহায়ক উপকরণাদি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা সংশি-ষ্টদের আর্থিক সংগতির উপর ভিত্তি করিয়া বিনাম□ল্যে অথবা স্বল্পম□ল্যে দেয়ার ব্যবস্থা করা। আর্থিক সহায়তা জাতীয় নির্বাহী কমিটির সুপারিশক্রমে প্রদান করা হইবে";

(ঘ) এই আইনের তফসিল 'ঙ' অংশে অনুচ্ছেদ ৭ এর পরে নিম্নরূপে নতুন অনুচ্ছেদ ৮ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

''৮। হাসপাতাল অথবা সংশি-ষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহায়ক উপকরণাদির ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে"।

১৩। ২০০১ সালের ১২ নং আইনের তফসিল 'চ' অংশের সংশোধন।- এই আইনের তফসিল 'চ' অংশে অনুচ্ছেদ ৮ এর পরে নিম্নরূপে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

''৯। চাকুরীরত অবস্থায় প্রতিবন্ধীত্ব অর্জন করলে ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত সমমানপদে পদায়ন করা। একান্ত□ অপারগতায় তাদের পূনর্বাসনের সুযোগ দেয়া। যদি পূনর্বাসন করা সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা"।

১৪। ২০০১ সালের ১২ নং আইনের তফসিল 'ছ' অংশের সংশোধন।- এই আইনের তফসিল 'ছ' অংশে অনুচ্ছেদ ৬ এর পরে নিম্নরূপে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

‘‘৭। জাতীয় ট্রাফিক কোডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ ভ্রমনের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা”।

১৫। ২০০১ সালের ১২ নং আইনের তফসিল ‘জ’ অংশের সংশোধন।- এই আইনের তফসিল ‘জ’ অংশে অনুচ্ছেদ ৩ এ নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন হইবে, যথাঃ-

অনুচ্ছেদ ৩ এ সাংকেতিক ভাষায় শব্দগুলির পরে ‘‘সংবাদসহ অন্যান্য” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৬। ২০০১ সালের ১২ নং আইনের তফসিল ‘ঝ’ অংশের সংশোধন।- উক্ত আইনের তফসিল ‘ঝ’ অংশে অনুচ্ছেদ ২ এ নিম্নলিখিতরূপে সংশোধন হইবে, যথাঃ-

(ক) অনুচ্ছেদ ২ এ বেকার, অসহায় শব্দগুলির পর ‘‘শিশু” শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) অতঃপর উক্ত আইনের তফসিল ‘ঝ’ অংশে অনুচ্ছেদ ৪ এর পরে নতুন অনুচ্ছেদ ৫ নিম্নলিখিতরূপে সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

‘‘৫। প্রতিবন্ধী শিশু, কিশোর ও নারী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পারিবারিক ও সামাজিকভাবে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করে তবে জেলা কমিটি উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে”;

(গ) অতঃপর উক্ত আইনের তফসিল ‘ঝ’ অংশে অনুচ্ছেদ ৫ এর পরে নতুন অনুচ্ছেদ ৬ নিম্নলিখিতরূপে সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

‘‘ ৬। বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তে বিক্রয় কিংবা অন্যভাবে হস্তান্তরে এই আইনের ১৪ ধারা মতে গঠিত জেলা কমিটির পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে অন্যথায় বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় কিংবা হস্তান্তর বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।